দৈনিক খবর

তারিখ 05 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষা প্রসঙ্গে

তাসাদ্দুক হোসেন

পূর্ব প্রকাশিতের পর

কিন্তু এ দেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের উপস্থিতি এককভাবে আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষাক্রমের মধ্যেই সীমিত।

বাংলাদেশে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পদ্ধতিগত কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে বটে, তবে তার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, যে দেশে ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহে পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রায় অনুপস্থিত এবং তাদের স্থলে বৃত্তিমূলক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, সেই দেশে বৃত্তিমূলক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের দ্বারা পদ্ধতিগত স্নাতোকত্তর প্রশিক্ষণের কার্যক্রম নিঃসন্দেহে ন্যক্কারজনক হতে পারে বৈ-কি। এছাড়াও আরও কিছু পরিবেশগত ত্রুটি আছে যা পদ্ধতিগত স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমকে রীতিমত সন্দেহযুক্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকাস্থ মহাখালীতে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেন্টিভ ও সোশিয়্যাল মেডিসিনে (নিপসম) অকুপেশন্যাল মেডিসিনের উপর পদ্ধতিগত স্নাতকোত্তর এক শিক্ষাক্রম চালু আছে, যার সফলজনক সমাপ্তে চিকিৎসকগণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথে বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিআইএইচ ডিপ্লোমা লাভ করেন। কিন্তু কতকটা ব্যাঙ্গোক্তির মত শোনালেও বাস্তব যে উক্ত নিপসনের অকুপেশন্যাল মেডিসিন বিভাগে এমন কোন শিক্ষক নেই যিনি উক্ত বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কোন পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। অথচ তবুও সেখানে সেই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে এবং হাস্যকর হলেও বাস্তব যে সেখানকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের পরীক্ষা নেবার দায়িত্বে থাকছেন মূখ্যতঃ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা। ফলে যে প্রশিক্ষণে সেই বিষয়ে শিক্ষিত কোন শিক্ষক নেই, যে বিষয়ের পরীক্ষক নির্বাচিত হন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা, শিক্ষাক্রম সমাপ্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া সেই ডিআইএইচ কি তবে পদ্ধতিগত স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের কোন স্বাক্ষর হতে পারে ফার্ডিওলোজিতে সম্প্রতি ডক্টরেট অব মেডিসিন (এমডি) প্রদানের সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করায় ঢাকাস্থ কার্ডিও ভাসকুলার ইনস্টিটিউটে তেমন পদ্ধতিগত স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা সেখানে দেবেন সেই পদ্ধতিগত স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ? সেখানকার শিক্ষকতার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তারা নিজেরাই তো পদ্ধতিগত স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ বিবর্জিত। ফলে কোন পর্যায়ে কি প্রশিক্ষণ লাভ করে সেখানকার কোন কৃতী চিকিৎসক লাভ করবেন মেডিসিনের সর্বোচ্চ ডিগ্রী এমডি তেমন পরিস্থিতিতে কি সফলকাম কোন চিকিৎসককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করে নিছক শব্দালঙ্কারে অলকৃত করা হবে না।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে ব্যাপক বিশৃংখলা ও অরাজকতা বিদ্যমান, সেখানে কোন কিছুর মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে অবশ্য বৃত্তিমূলক স্বীকৃতির কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন এফসিপিএস যা বহুলাংশে এরআরসিপি এফআরসিএস বা এমআরসিওজি প্রভৃতি বৃত্তিমূলক স্বীকৃতির সমগ্রোত্রীয়। যে দেশে চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষক মূখ্যতঃ বৃত্তিমূলক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেদেশে বৃত্তিমূলক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এফসিপিএস চিকিৎসকবৃন্দ নিঃসন্দেহে পেশাগত গুণে গুণান্বিত- সে বিষয়ে কারও কোন সংশয় থাকতে পারে না। কিন্তু স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে তাদের অবস্থান চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু শিক্ষাদানে কতটুকু এবং কেমন অবদান রাখতে পারে, সে বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত কারণেই যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে বৈকি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অজ্ঞতার কারণে কিংবা ঔদাসিন্যে আমাদের দেশের চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার দায়িত্বে বৃত্তিমূলক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এফসিপিএসদের সংখ্যাধিক্য আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফলে চিকিৎসা-বিষয়ক যে কোন শিক্ষাক্রম বাংলাদেশে কতখানি উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে,তা সকলের বিবেচ্য হতে পারে।

অবশ্য শান্তুনা যে চিকিৎস বিষয়ক ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও কম অজ্ঞ নয়। সম্ভবতঃ পৃথিবীতে এমন আর দ্বিতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অজ্ঞ। এমন অনন্য দৃষ্টান্তের সাক্ষী স্বয়ং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যেহেতু চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষাক্রম অত্যন্ত দীর্ঘ সেজন্য পৃথিবীর অনেক দেশ সেই শিক্ষাক্রম সমাপ্তে ব্যাচেলর অব মেডিসিন এন্ড ব্যাচেলর অব সার্জারী হিসেবে যুগ্ম-ব্যাচেলর ডিগ্রী প্রদান করে থাকে, যার সংক্ষিপ্তকরণ করা হয় এমবিবিএস হিসেবে। সেই সমস্ত দেশের অনুসরণে বাংলাদেশেও তা একটি নয় বরং যুগ্ম ব্যাচেলর ডিগ্রী প্রদান করে থাকে। ফলে, কোন ছাত্র/ছাত্রী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তী হলে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন দেয় এমবিবিএস কোর্সে, পরীক্ষার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সময়-সূচী দেয়া হয় এমবিবিএস পরীক্ষার, পরীক্ষা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে এমবিবিএস পরীক্ষার ফল হিসেবে এবং প্রতিটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সরবরাহ করে এমবিবিএস পরীক্ষার মার্কশীট হিসেবে। চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে সফল চিকিৎসকগণ মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন লাভ করেন এমবিবিএস ডিগ্রী প্রাপ্ত হিসেবে, নামের ফলক লেখেন এবং প্রেসক্রিপশন প্যাড ছাপেন এমবিবিএস হিসেবে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিছক অজ্ঞতার কারণে সেখানে যুগ্ম-ডিগ্রী নয় বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে থাকে শুধু একটি ব্যাচেলর ডিগ্রী ব্যাচেলর অব মেডিসিন এন্ড সার্জারী হিসেবে যার সংক্ষিপ্তকরণ এমবিবিএস নয় বরং "বিএম এস"। ফলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এমন অজ্ঞ, শিক্ষা ক্ষেত্রে সে দেশ থেকে কি-ই বা আর প্রত্যাশা করবার থাকতে পারে।

এ সমস্তের ফলে বাংলাদেশের চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষাক্ষেত্রে যে ব্যাপক অরাজকতা বা বিশৃংখলতা তার প্রতিকারে প্রয়োজন প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, পদ্ধতিগত স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের আলোকে শিক্ষক নিয়োগ এবং মার্বিক সচেতনতা।